কাবার আঙিনার আশ্চর্য গল্প

সংকলক

জুবায়ের আহমেদ

সম্পাদক

মিশকাত আহমদ

রাইয়ান প্রকাশন

সংকলকের কথা

সমস্ত প্রশংসা ওই কাবার মালিকের, যিনি তাঁর কুদরতের ইশারায় বান্দার নেক ইচ্ছা পূরণ করেন। হাজারো দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি—যিনি তাঁর উম্মতের চিন্তায় বিভোর ছিলেন সব সময়।

একজন মুমিনের হৃদয় প্রশান্ত হয় কাবার আঙিনায়, চক্ষু শীতল হয় রওজা মোবারকের সান্নিধ্যে। সেই পরম সৌভাগ্য ইতোমধ্যে অনেকের হয়েছে, আবার অনেকেই গভীর ব্যাকুলতায় অপেক্ষা করছেন—কবে আসবে সেই ডাক, কবে জুটবে সেই মহামূল্যবান দিদার!

'কাবার আঙিনার আশ্চর্য গল্প' বইটিতে হজ আর উমরাহ সফরে ঘটা এমন সব কাহিনি এক করা হয়েছে, যা মানুষের স্বাভাবিক চিন্তারও বাইরে। এই দুনিয়ার কোনো জাগতিক নিয়ম দিয়ে যা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, আল্লাহ চাইলে যে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে পারেন—বইটি তারই এক জীবন্ত দলিল। গল্পগুলো কোনো কাল্পনিক কাহিনি নয়, বরং মানুষের একদম বাস্তব অভিজ্ঞতার সংকলন। "হজ এবং উমরাহ প্রস্তুতি" ফেসবুক গ্রুপে একজন পোস্ট করেছিলেন-"হজ কিংবা উমরাহয় যাওয়ার পর আপনার সাথে কি এমন কিছু ঘটেছে যেটা মিরাকল ছিল?" তারপর কমেন্টে একে একে উঠে আসে আশ্চর্য সব বাস্তব ঘটনা। ফেসবুকের কমেন্টে হয়তো সবগুলো ঘটনা পড়ার সুযোগ হবে না, সে থেকেই সংকলন করার পরিকল্পনা।

বইটি সংকলন করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—এই আশ্চর্য ঘটনাগুলোর মাধ্যমে পাঠকদের ঈমান বৃদ্ধি করা এবং মহান রবের ঘর জিয়ারতের প্রতি মনে এক প্রবল আগ্রহ ও প্রেম তৈরি করা। এখনও আমার নিজের সেই সৌভাগ্য হয়নি হজ কিংবা উমরাহ করার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাকেও কবুল করুন কাবার আঙিনায়।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শ্রদ্ধেয় লেখক আরিফ আজাদ ভাইয়ার প্রতি, যিনি গভীর মমতায় এই বইটির জন্য একটি চমৎকার নাম নির্বাচন করে দিয়েছেন—'কাবার আঙিনার আশ্চর্য গল্প'।

অনিচ্ছাকৃতভাবে বইটিতে কোনো ভুলত্রুটি আপনাদের নজরে পড়লে আমাদের জানাবেন; ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব।

পরিশেষে, আপনাদের হাতে এই সংকলনটি পৌঁছে দিতে সংকলক, বানান সম্পাদক ও প্রকাশকসহ যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, কাবার মালিক যেন তাঁদের সবাইকে কবুল করে নেন এবং পরকালে নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

কাবার মালিকের এক নগণ্য বান্দা
জুবায়ের আহমেদ
২৬ শাওয়াল, ১৪৪৮ হিজরি

অপার্থিব ইশারা

(ক) এমন কয়েকটি জিনিস সাথে সাথেই হয়েছে, যা একটু আগেই ভেবেছি। বড় বোনের হাত ভেঙে যায় জেদ্দা এয়ারপোর্টে; একজন বাঙালি মহিলা লাগেজ টেনে নেওয়ার সময় ওনাকে ফেলে দেন। মদিনায় তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে খুব মন খারাপ লাগছিল। দোকান খুলছে না। ভাবছি ফলের রস করে আপাকে খাওয়ালে, হয়তো গায়ে জোর পাবেন। দোকানের দিকে তাকিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ এক ধবধবে ফর্সা, জুব্বা পরা তরুণ, 'ইয়া হাজ্জা' বলে আমার হাতে দুইটা কমলা দিলেন। এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে এখনও আমার সারা শরীরে শিহরন জাগছে, লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ।

(খ) মক্কা শরিফ, জোহর শুরু হওয়ার আগে ভাবছি, কে নামাজ পড়াচ্ছেন, যদি দেখতে পারতাম! নামাজ শেষ হতেই, আমাদের জায়নামাজ থেকে ৬/৭ হাত দূর দিয়ে পুরো দলবল, সিকিউরিটিসহ ইমাম সাহেব হেঁটে চলে গেলেন।

(গ) চোখ বন্ধ করে ভাবছি, পানি কেন আনলাম না। পাশের বিদেশিনী মহিলা কোনো কথা ছাড়াই বোতল এগিয়ে দিলেন।

(ঘ) একদিন জায়নামাজ সাথে ছিল না, তাছাড়া অল্প দূরে একজন পুরুষ নামাজ পড়বেন—মনে অস্বস্তি হতেই, এক লোকের হাত, একটা জায়নামাজসহ আমার দিকে এলো। হাত বাড়িয়ে দিয়ে, মৃদু আদেশের সাথে অন্য জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আমি হাফ ছাড়লাম। সুবহানাল্লাহ। ফেরত দেওয়ার সময় সরাসরি তাকাইনি। তিনিও নিয়ে নিলেন জায়নামাজ।

না চাইতেই পাওয়া তাসবিহ

মদিনা শরিফে আমি মসজিদে বসে জিকির করছিলাম, কিন্তু ভুলবশত আমি তাসবিহ কাউন্টারটা নিয়ে যাইনি। আমি পড়ছিলাম আর মনে মনে আফসোস করছিলাম, হঠাৎ একটা মেয়ে আমার পাশে এসে বলল—"ইয়ে লিজিয়ে তাসবিহ, আপ পাড়িয়ে।" ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ৫/১০ সেকেন্ড হবে আমি পেছনে ফিরে তাকালাম, মেয়েটাকে আমি দেখিনি। আমার এখনও অবাক লাগে ওই দিনের ব্যাপারটা। এরপর আরও অনেক মিরাকল হয় কিন্তু এটা কেন জানি ভুলতে পারি না।

মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি

এ বছরের রোজায় আল্লাহ আমাকে উমরাহ করার তৌফিক দান করেন। একদিন হারাম শরিফে ওখানে কর্মরত মহিলা আমাকে ইফতারের প্যাকেট দেননি; আমি ছাড়া সবাই ইফতারের প্যাকেট পেয়েছে। কষ্ট লাগছিল, তার চেয়ে বেশি আমি খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। পাশের জন আমাকে পানি আর খেজুর দিল। মনে মনে ভাবছিলাম তারাবির নামাজ পর্যন্ত থাকতে পারব তো? প্রেশার লো হয়ে যাবে আমার। মাগরিবের নামাজ শেষ করার পর দেখলাম একজন মহিলা সবাইকে চা দিচ্ছেন। আমি ওনার কাছে গিয়ে বললাম, "চা প্লিজ।" উনি আমার এক হাতে চা দিলেন, আরেক হাতে নিজের ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে আমাকে দিলেন। যেখানে বড় বড় চারটি স্যান্ডউইচ ছিল। আমার যে তখন কেমন লাগছিল বলে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছিল আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য খাবার পাঠিয়েছেন। রিজিকের মালিক আল্লাহ। তিনি কাউকে নিরাশ করেন না।

অচেনা উপহার

সাঈ শেষ হবার পর, চুল কাটার আগে আগে, বের হবার গেট দিয়ে বের হলাম। আমার হাজব্যান্ড আর আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি। কারণ মধ্যরাত থেকে তাহাজ্জুদ, ফজর, তাওয়াফ, সাঈ। ব্যাগ থেকে স্যান্ডেল বের করতে গিয়ে দেখি, আমার স্বামীর পিঠের ব্যাগে দুইটা বিদেশি বড় চকলেট, আর ছোটো দুইটা প্যাকেটে চকলেট বিস্কুট। আমরা দুইজন এত এত যে খুশি হয়েছিলাম খাবারগুলো পেয়ে! তৃপ্তি সহকারে সেগুলো খেলাম আমরা। কে, কখন ব্যাগে ঢোকালেন, কিছুই জানি না। আল্লাহ মহান।

সেরা মুহূর্ত

কাবাতে বসে দুআ করেছিলাম—হে আল্লাহ আপনি আমাকে রিয়াজুল জান্নাহতে একটু সামনে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি মিম্বরের সাথে অনেকক্ষণ সময় অতিবাহিত করি এবং নামাজ পড়ি। আমার সময়টা পড়েছিল মাগরিবে। আমিই ছিলাম লাস্ট গ্রুপ নামাজের আগে। এজন্য প্রায় অনেক সময় পাই এবং সামনে যাই। এছাড়াও ওয়াইফের সাথে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু ঘটেছে। যেগুলো আসলে জীবনের সেরা কিছু মোমেন্ট হয়ে থাকবে।

হাতিমের নির্জনতা

খুব ইচ্ছে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার। অথচ ভিড়ের চাপে সাহস করি না। আমার হাজব্যান্ডের একজন ক্লিনারের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়, সে দেশের খোঁজখবর নেয়। মাঝেমধ্যে দেশ থেকে ছোটো পরিসরে গিফট নিয়ে যেতাম। তো আমার হাজব্যান্ড বললেন, "সুমন, তোমার আপার তো খুব ইচ্ছে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছে না, অথচ আমি করেছি।" তখন সুমন বলল, "ভাইয়া, আজ শেষ রাতে আমার টিম মাতাফে ক্লিন করব। কাবার আশপাশ, মাকামে ইব্রাহিম পরিষ্কার করার সময় ফিতা দিয়ে কর্ডন করে ভেতরে যারাই থাকবে, তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে কালো পাথরে চুম্বন করার সুযোগ দেওয়া হবে। আপনারা রাত বারোটার পরে হারামে অবস্থান করবেন, সময় হলে আমি ফোন দেব। আপনারা তাওয়াফকারীদের সাথে কাবার কাছাকাছি চলে আসবেন।"

কথামতো আমরা সময়মতো কর্ডনের ভেতর চলে এলাম এবং লাইনে দাঁড়িয়ে গেছি। সুমন তার সুপারভাইজারকে বলল, "আমার ভাই-ভাবি দেশ থেকে এসেছে। তো ভাবী হাতিমে সালাত আদায় করতে চায়।" তিনি পারমিশন দিলেন। আমি হাতিমে যখন ঢুকলাম, তখন আমি ছাড়া কেউ নেই! আনন্দ আর ভালো লাগায় আমার দুই চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। আমি কাবামুখী হয়ে সালাতে দাঁড়ালাম। দুই দুই করে নফল সালাত আদায় করে বেরিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলাম। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবর। আমি জানি না কোনো রাষ্ট্রপ্রধানও এমন সুযোগ পান কি-না? শুধু একা একজন হাতিমের ভেতর সালাত আদায় করছেন! সময়টা ছিল '১৪ সালের রমজানের শুরুর দিকে।

অদৃশ্য ছায়া

হজের দ্বিতীয় দিন হেঁটে আসছিলাম মিনা থেকে মক্কা খুব রোদ ছিল। মনে হয় ১৭ কি.মি. হাঁটছি। দলের সবাই প্রায় পৌঁছে গিয়েছে। হারাম শরিফের সামনে আমাদের কাফেলার ৪ জন মহিলা ও মোয়াল্লেম ভাই। এত মানুষের মাঝে কোথা থেকে একজন এসে কেবল আমাকে একটা সাদা ছাতা ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমরা কয়েকজন অবাক হয়ে ওনার দৌড়ে চলে যাওয়া দেখলাম। সে মুহূর্তে একটা ছাতা খুব দরকার ছিল।

পরম যত্নে মক্কা সফর

আমি অসুস্থ অবস্থায়ই হজে রওনা দিই কিন্তু মদিনা এয়ারপোর্টে নামার সাথে সাথেই আমি পুরোপুরি সুস্থ ও ঝরঝরে শরীর। সবার কাছে শুনেছি ওখানে গেলে ঠান্ডা-কাশি হয়, যেন ঠান্ডা পানি না খাই। আমি সব সময় ঠান্ডা পানিই খেতাম। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে কিচ্ছুই হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। দেশে থাকতে আমার হাঁটার অভ্যাস ছিল না, আরও ছিলাম অসুস্থ; কিন্তু ওখানে প্রচুর হাঁটাহাঁটি করার পরও আমি সুস্থ ছিলাম। আমার পা-ও ফাটেনি, মানে কোনোরকম কোনো সমস্যা ফেস করিনি। আমাদের আগে যারা মক্কায় গিয়েছিল তারা বলে মক্কায় তাপমাত্রা অসহনীয়। আমি আল্লাহর কাছে বলেছিলাম, "আল্লাহ, তাপমাত্রা যাই হোক আমার কাছে তা সহনীয় করে দেবেন।" আল্লাহ তা'আলা তাই করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

আর মক্কার পুলিশের কথাও অনেক শুনেছি পাজি, কিন্তু আমার বেলায় উল্টো! মাকামে ইবরাহিমের কাছে এক পুলিশ আমার সামনের মহিলাকেই ধমকাচ্ছে বেলাইনে যাচ্ছে বলে, আর তার সামনে পড়তেই আমাকে খেজুরের ছোটো প্যাকেট গিফট করল! আমি পুরাই অবাক। পুলিশ নিয়ে লিখতে গেলে রচনা হয়ে যাবে; প্রত্যেকটা পদক্ষেপে তারা আমাকে ভিআইপি সম্মান দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি আমাকে কত্তটা ভালোবাসেন। পুরো হজ কমপ্লিট করতে অনেকের অনেক সমস্যা হয়েছে, কিন্তু আমি মুজদালিফা থেকে জামারাহ, জামারাহ থেকে বাইতুল্লাহ সম্পূর্ণ হেঁটে গিয়ে ওইদিনই তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করে আবার মিনায় এসে রাত্রি যাপন করেছি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেন স্বয়ং নিজ হাতে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে এসব করিয়েছেন! এত জার্নি আমি কোনো টেরই পেলাম না।

এক ঝলক শীতল বাতাস

জামারাতে শেষের দিন পাথর মারতে যাওয়ার সময় মনে মনে ভাবছিলাম ছাতা বা পাখা আনলে ভালো হতো। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বিদেশি মেয়ে এসে আমাকে একটা রিচার্জেবল ফ্যান দিয়ে গেল গিফট। হাতে দিয়েই ইশারা দিয়ে বুঝিয়ে দিল—বাতাস খাও।

কদরের বাদাম

রমজানের ২৬ তারিখের ইফতারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু ইফতার কিনে মসজিদে প্রবেশ করব। কারণ ২৭ কদরে কয়েকজন রোজাদারকে ইফতার করাব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু মসজিদের বাইরে যেতে সাহস হচ্ছিল না; যদি আর প্রবেশ করতে না পারি এই টেনশনে। তো দুইজনই আফসোস নিয়ে বাদ আসর তাওয়াফ করছি তিনতলায়। হঠাৎ এক বিদেশি যুবক বড় এক প্যাকেট আমণ্ড (কাঠবাদাম) আমার স্বামীর হাতে দিয়ে ভিড়ে মিশে যায়। পেছন থেকে দিয়ে এমনভাবে সরে যায় যে, তাকে দেখারও সুযোগ হয়নি সেভাবে। সাথে সাথে আমরা দুইজনই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি—এই বাদাম ইফতারে রোজাদারদের মধ্যে বিতরণ করব। অথচ মুখে কেউ উচ্চারণ করিনি। তাওয়াফ শেষে যখন ইফতারের সময়, দেখলাম দুইজনের একই রকম মতামত। আলহামদুলিল্লাহ, বরকত হয়েছে। অনেক রোজাদার এবং আমরা দুইজন এই বাদাম কদরের ইফতারে খেয়েছি। রিজিকের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া।

প্রার্থনার পূর্ণতা

আমরা দুইজন গ্রুপ ছাড়া উমরাহ করতে যাই। আমি খুব করে দুআ করি যাতে আল্লাহ আমাদের কোনো কাজ—যা গ্রুপের সাথে এলে করা হতো—অপূর্ণ না রাখেন। আল্লাহ আমাদের দুআ কবুল করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। একদিন সর্দি-কাশি হওয়ায় খুব খারাপ লাগছিল। একটু দূরে, ৭/৮ ফুট দূরে হবে, কয়েকটা মেয়ে চা খাচ্ছিল। ওরা ফ্লাস্কে করে নিয়ে আসছিল। আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল ঠান্ডায়। মনে মনে ভাবছিলাম এক কাপ চা হলে খারাপ হতো না। এর একটু পরে একটা মেয়ে উঠে এসে আমাকে চা দিয়ে যায়। আমার পাশে আরও দুইজন বয়স্ক মহিলা ছিলেন, কিন্তু কেবল আমাকেই দিয়ে গেল। খুব অবাক হয়েছিলাম।

অতৃপ্ত আকুতি

আমি যখন উমরায় গিয়েছিলাম, যা দুআ করেছি আল্লাহ তা'আলা সবদিকেই শান্তি দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আফসোস লাগছে তখন কেন সন্তান হওয়ার জন্য দুআ করলাম না! আজ ২ বছর যাবৎ আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি একটা সন্তানকে কোলে নেওয়ার জন্য। আবার উমরায় এত তাড়াতাড়ি যাওয়াও হবে না।